যুগান্তর

তারিখ ...29 JAN 2015...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...১-৬...

অবরোধেই এসএসসি পরীক্ষা

আইনশৃংখলা নিয়ে বৈঠক : 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে সরকার

যুগান্তর রিপোর্ট

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা গ্রহণে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করবে সরকার। চলমান অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার হোক না হোক ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী ২ ফেব্রুয়ারি থেকেই নেয়া হবে এ পরীক্ষা। এ লক্ষ্যে আইনশৃংখলা পরিস্থিতির ওপর সর্বোচ্চ নজর দেয়া হবে। পরীক্ষাকে সামনে রেখে বুধবার সচিবালয়ে আইনশৃংখলা পরিস্থিতিসহ সার্বিক বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকেই এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া বৈঠক থেকে পরীক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতে পুলিশের তৎপরতা ও গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধির নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী পরীক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতে আবারও অবরোধ-হরতালের মতো কর্মসূচি প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছেন। এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় সর্বমোট ১৪ লাখ পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। সারা দেশে প্রায় ৪শ' কেন্দ্রে এই পরীক্ষা নেয়া হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, যথারীতি পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে সরকার মূলত আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর নির্ভর করতে চায়। এজন্য বুধবার পুনরায় আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তিনটি বিষয়ে নজর দিতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে— আইনশৃংখলা পরিস্থিতি এবং পরীক্ষার সামগ্রী ও কেন্দ্রের নিরাপত্তা। পুলিশ বাহিনীকে এসব বিষয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া 'নাশকতা' ও 'প্রশ্নফাঁস' বিষয়ে আগাম তথ্য সংগ্রহ ও নাশকতাকারীদের ধরতে গোয়েন্দা তৎপরতা **পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪**

পরীক্ষা : এসএসসি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বৃদ্ধির জন্যও বলা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করে মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব রুহী রহমান বুধবার যুগান্তরকে বলেন, 'আমরা পুলিশের সংশ্লিষ্ট ডিআইজিকে এ ব্যাপারে অনুরোধ করেছি। তিনি জানিয়েছেন, 'বুধবার ঢাকায় সব জেলার পুলিশ সুপারদের (এসপি) বৈঠক হয়েছে। সেখানেই তাদের উল্লিখিত নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।' বৈঠকে শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব স্বপন কুমার সরকার, এএস মাহমুদ, যুগ্মসচিব রুহী রহমান, জাকির হোসেন ভূইয়া, পুলিশের ডিআইজি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা, অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা উপস্থিত ছিলেন।

অংশগ্রহণকারীদের একজন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ছায়েফউল্লাহ। তিনি জানান, 'পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে আমরা জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করব। যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে কোনো ছাড় নেই। এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং আইনশৃংখলা পরিস্থিতি নিশ্চিত করে পরীক্ষা নেয়া হবে।' বৈঠক সূত্র জানায়, মোট ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা নেয়া হলেও বুধবার পর্যন্ত কুমিল্লা এবং রাজশাহী বোর্ডের প্রশ্নপত্র পাঠানো সম্ভব হয়নি। কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইন্দুভূষণ ভৌমিক এ বিষয়ে বৈঠকে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তখন শিক্ষাসচিব বিজি প্রেসের প্রতিনিধির কাছে এর ব্যাখ্যা চান। তিনি অবশ্য ২৮ জানুয়ারির (বুধবার) মধ্যে প্রশ্নপত্র দেয়ার বিষয়টি জানান। জানা গেছে, বৈঠকে যুগ্মসচিব রুহী রহমান সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণে ইতিমধ্যে নেয়া ৬ দফা পদক্ষেপের বিষয়টি উত্থাপন করেন।

তিনি এ সময় পরীক্ষার্থীদের নিরাপদে কেন্দ্রে যাতায়াত ছাড়াও ট্রেজারি বা থানা থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্রসহ পরীক্ষার সামগ্রী পরিবহনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশের ফোর্স দেয়ার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর পুলিশের ডিআইজি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে সহায়তায় পুলিশ বাহিনী প্রস্তুত। ইতিমধ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি তারা নিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের নির্বিঘ্নে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে। পরীক্ষার কাজে যারা বাধার সৃষ্টি করবে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। পুলিশের গোয়েন্দা শাখার প্রতিনিধি বৈঠকে জানান, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণে সারা দেশে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে প্রশ্নফাঁসের ব্যাপারে বিভিন্ন কোচিং সেন্টার নজরদারিতে রয়েছে।

সবশেষে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, পরীক্ষা সন্নিকটে। কিন্তু এ সময়ে বিরোধী দল জ্বালাও-পোড়াও করে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে। তারা শুধু মানুষ পোড়ানোর রাজনীতি করছে। তিনি বলেন, পরীক্ষা গ্রহণে আমরা শতভাগ প্রস্তুত। কিন্তু এ সময়ে দেশের চলমান পরিস্থিতিতে আমরা (সরকার), অভিভাবক, শিক্ষার্থী সবাই উদ্বিগ্ন। এ সময় তিনি বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের কাছে অবরোধ-হরতাল প্রত্যাহারের আহ্বান জানান।